৩৭

তারিখ ... 07 MAY 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

আজ বিকাল পর্যন্ত মুলতবী

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট তলবী সভায় তীব্র বাকবিতণ্ডা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ প্রবল উত্তেজনা ও তীব্র বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ তলবী অধিবেশন গতকাল সোমবার সাড়ে ৫ ঘন্টা চলার পর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই আজ বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ জন শিক্ষক এই তলবী সভা আহ্বানের জন্য কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে যে অনুরোধ জানান তারই ভিত্তিতে এই তলবী সভা আহ্বান করা হয়।

গতকাল অধিবেশন মুলতবী হওয়ার (৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট তলবী সভায়

শেষ পর্যায়ে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি ওজায়ের ফারুক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর মেয়ে ও জামাইকে অবৈধভাবে পদোন্নতি দিয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলর ও সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ এ অভিযোগ অস্বীকার করে এগুলো অসত্য বলে অভিহিত করেন। এ ধরনের বক্তব্যকে তিনি তাঁর উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে মন্তব্য করে তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে তার পদ থেকে ইস্তাফা দানের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমার মেয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ পদোন্নতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১শ শিক্ষকের অনেকের চেয়ে তাঁর একাডেমিক রেজাল্ট ভাল। বাংলা একাডেমী থেকে তার দুটি বই বেরিয়েছে, এছাড়া ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার দোষ সে আমার সন্তান। এ সময় সিনেট সদস্যগণ ভিসির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বক্তব্য প্রত্যাহার করেন।

বিকাল ৪টায় জাতীয় সংগীত ও কোরান তেলোয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এর পর আলোচনা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। প্রফেসর ম. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পাঁচ বছরে দলীয়করণের বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ এর জবাবে বলেন, সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়া তদন্ত কমিটি গঠিত হতে পারে না। তার এ বক্তব্যের পর প্রফেসর সৈয়দ আহমদ উঠে দাঁড়িয়ে প্রফেসর ম. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটির নাম প্রস্তাব করেন। এ সময় প্রফেসর তাজমেরি আখতার, সেলিমা বেগম এ কমিটি গঠনের বিরোধিতা করে বলেন, এ কমিটিতে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে তারা সবাই একটি বিশেষ দলের সমর্থক। তার এ বক্তব্যে সদস্যগণ হৈ চৈ শুরু করেন। এরই মধ্যে প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান উঠে বলেন তদন্ত কমিটি গঠিত হলে ৭২ থেকে এ পর্যন্ত সকল অনিয়ম ও দলীয়করণের তদন্ত করতে হবে। বহু সদস্য টেবিল চাপড়ে তাঁর বক্তব্যের সমর্থন জানান।

এই পর্যায়ে প্রফেসর নুরুননাহার রহমান উঠে বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে তা নিয়ে কেউ কথা বলছে না। সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না। এ সময় সিনেট সভায় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সদস্যরা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করতে থাকেন।

মাগরেবের নামাজের বিরতির পর রাত প্রায় ৮টায় অধিবেশন আবার শুরু হলে ওজায়ের ফারুকের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এ সময় কোন কোন সদস্য আসন ছেড়ে ভিসির সামনে এসে উত্তপ্তকণ্ঠে কথা বলতে থাকেন. এক পর্যায়ে দুইজন প্রফেসরের মধ্যে হাতাহাতিরও উপক্রম হয়। এ সময় ভিসি অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করে বেরিয়ে যান।

পরে অধিবেশন আবার শুরু হলে এ ধরনের আচরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর আগে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান খান ৩০ জানুয়ারী জগন্নাথ হলে পুলিশের নির্যাতনকে '৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করে বলেন সাবেক বিএনপি সরকারের পুলিশ সংখ্যালঘু ছাত্রদের উপর যে আক্রমণ চালিয়েছে তা নজিরবিহীন, তিনি বলেন পুলিশ তাদের দেবদেবীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছে। এর জন্য তিনি একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান। তবে এ ধরনের কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

অধিবেশনে প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, বিগত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ ও দুর্নীতির কথা বললেও ভাল কিছু যে হয়েছে সে বিষয়ে আমরা কিছু বলছি না, তিনি বলেন, বর্তমান ভিসি দায়িত্ব গ্রহণের পর ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস কমেছে, সেশনজটও কমে এসেছে. এর জন্য তিনি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক আরও বলেন, দলীয়করণের কথা যদি বলতেই হয় তবে ৭৫ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় ক্ষমতা অধ্যাদেশের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানকে দেয়া হয়েছিল এটা কি দলীয়করণ ছিল না? তিনি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।

অধিবেশনে আরও যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করা, সিনেটে গৃহীত প্রস্তাবের যথার্থ বাস্তবায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান প্রভৃতি, এসব নিয়ে পরবর্তীতে কয়েকজন সদস্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিলেও সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য না উল্লেখ করায় তা গৃহীত হয়নি।

রাত সোয়া নটায় কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই সিনেট চেয়ারম্যান সভা আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তলবী সিনেট অধিবেশন এই নিয়ে তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত হল। এর আগে ১৯৭৯ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী সময়ে এবং ৮৬ সালে ভিসি প্রফেসর এম এ মান্নানের সময়েও সিনেটের তলবী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।